সূচিপত্র ঃ

		পৃষ্ঠা নং
অনুচ্ছেদ-০১	শিরোনাম ও এলাকা	১
অনুচ্ছেদ-০২	সংজ্ঞা ও পরিধি	১
অনুচ্ছেদ-০৩	ফেডারেশনের প্রতীক ও পতাকা	১-২
অনুচ্ছেদ-০৪	সদর দপ্তর	২
অনুচ্ছেদ-০৫	ফেডারেশনের কার্যপরিধি	২-৩
অনুচ্ছেদ-০৬	সংযুক্ত (এফিলিয়েটেড) সংগঠনসমূহ	৩
অনুচ্ছেদ-০৭	সাধারণ পরিষদ গঠন	৩-৫
অনুচ্ছেদ-০৮	কার্যনির্বাহী পরিষদ	৫-৭
অনুচ্ছেদ-০৯	পদাধিকারীদের নির্বাচন/মনোনয়নের যোগ্যতা	৭
অনুচ্ছেদ-১০	তহবিল	৮
অনুচ্ছেদ-১১	পরিদর্শণ ও হিসাব নিরীক্ষা	৮
অনুচ্ছেদ-১২	অর্থবছর	৮
অনুচ্ছেদ-১৩	কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ	৮
অনুচ্ছেদ-১৪	তত্ত্বাবধায়ক/এডহক কমিটি	৯
অনুচ্ছেদ-১৫	সম্পাদক নিয়োগ	৯
অনুচ্ছেদ-১৬	নির্বাচন	৯
অনুচ্ছেদ-১৭	খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল	৯
অনুচ্ছেদ-১৮	খেলোয়াড় নিবন্ধিকরণ	১০
অনুচ্ছেদ-১৯	অনুচ্ছেদ ও উপানুচ্ছেদ	১০
অনুচ্ছেদ-২০	গঠনতন্ত্র সংশোধন ও অন্যান্য	১০
অনুচ্ছেদ-২১	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	১০

বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র

অনুচ্ছেদ-০১

শিরোনাম ও এলাকা ঃ

এই গঠনতন্ত্র বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র নামে পরিচিত হইবে। সমগ্র বাংলাদেশ ইহার অধিক্ষেত্র হিসাবে গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-০২

সংজ্ঞা ও পরিধি ঃ

২.ক **ফেডারেশন বলিতে ঃ**
এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ও দাপ্তরিক কর্মকান্ডে ফেডারেশন বলিতে বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনকে বুঝাইবে।

২.খ **আওতাভুক্ত (Affiliated) সংগঠন বলিতে ঃ**
আওতাভুক্ত সংগঠন বলিতে সরাসরি বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের ক্রীড়া কর্মকান্ডের সহিত বৈধভাবে জড়িত গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৬ এর উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ক্লাবসমূহকে বুঝাইবে।

২.গ **সাধারণ পরিষদ বলিতে ঃ**

সাধারণ পরিষদ বলিতে অত্র গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৭ অনুযায়ী গঠিত সাধারণ পরিষদকে বুঝাইবে।

২.ঘ **কার্যনির্বাহী পরিষদ বলিতে ঃ**

কার্যনির্বাহী পরিষদ বলিতে ফেডারেশনের নির্বাহী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গণতান্ত্রিক উপায়ে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত পরিষদ/কমিটিকে বুঝাইবে।

২.ঙ **ফেডারেশনের সদস্য বলিতে ঃ**

সদস্য বলিতে কেবল মাত্র নির্বাচিত কার্যানির্বাহী পরিষদের সদস্যকে বুঝাইবে।

২.চ বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সংক্ষিপ্ত নাম হইবে বিজেএফ (BJF)।

২.ছ বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন দেশের প্রধান এবং সর্বোচ্চ জুডো কর্মকান্ডের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হইবে।

২.জ এই গঠনতন্ত্রে ক্রীড়া/খেলা বলিতে জুডো খেলাকে এবং ক্রীড়াবিদ/খেলোয়াড় বলিতে জুডো খেলোয়ার/জুডোকা বুঝাইবে।

২.ঝ এই গঠনতন্ত্রে সংগঠন বোঝাইতে জুডো খেলার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে বোঝাইবে।

২.ঞ **দাপ্তরিক ভাষা ঃ** বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের দাপ্তরিক ভাষা হইবে বাংলা। তবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক কাজে ইংরাজীকে ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা যাইবে। তবে দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদ-০৩

ফেডারেশনের প্রতীক ও পতাকা ঃ

৩.ক **প্রতীক ঃ**

[illegible] প্রতীক থাকিবে। যাহা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে

হইবে। অনুমোদিত প্রতীকের উপরে লাল ও নীচে সবুজ জমিনে মাঝে সাদা রং এর 'জুডোগী' চিত্র থাকিবে। যাহার উপরে সবুজ জমিনে বাংলায় এবং নীচে লাল জমিনে ইংরেজীতে বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের নাম সমৃদ্ধ বর্গাকার একটি প্রতীক হইবে।

৩.খ **পতাকা ঃ**

বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা থাকিবে। যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। অনুমোদিত পতাকাটি ৫ফুট x ৩ফুট (৫ঃ৩ হারে) আকারের আয়তকার কাপড়টি শান্তির প্রতীক সাদা রং হইবে এবং এর মাঝে ১.৫ ফুট x ১.৫ ফুট আকারের বর্গাকার ফেডারেশনের প্রতীক বসানো থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-০৪

সদর দপ্তর ঃ

বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-০৫

ফেডারেশনের কার্যপরিধি ঃ

৫.ক সমগ্র বাংলাদেশের জুডো কার্যক্রম বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের আওতাভুক্ত থাকিবে।

৫.খ জুডো খেলা সমগ্র বাংলাদেশে প্রসার, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা।

৫.গ এই ফেডারেশন জুডো ইউনিয়ন অব এশিয়া (JUA) ও আন্তর্জাতিক জুডো ফেডারেশন (IJF) এর সহিত যোগাযোগ রাখিবে এবং যথা নিয়মে নিবন্ধন Affiliation বজায় রাখিবে ।

৫.ঘ এই ফেডারেশন জাতীয় পরিষদের স্বীকৃতি গ্রহণ ও বজায় রাখিবে এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সহিত সম্পৃক্ততা বজায় রাখিবে।

৫.ঙ এই ফেডারেশন খেলার সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া যে কোন ক্রীড়া সংস্থাকে আওতাভুক্ত করিতে পারিবে।

৫.চ জুডো খেলার প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রনয়ন করা।

৫.ছ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জুডো খেলার মান বৃদ্ধি করা।

৫.জ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা, টুর্ণামেন্ট, প্রদর্শণী খেলা ইত্যাদির আয়োজন করা।

৫.ঝ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও টুর্ণামেন্টে জাতীয় দলের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাপনা করা।

৫.ঞ দরিদ্র ও খ্যাতনাম খেলোয়াড়দের কল্যাণে সহায়তা করা।

৫.ট সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠনসমূহকে মঞ্জুরী ও সুবিধাদি প্রদান করা।

৫.ঠ জুডো খেলার উপর বই, পত্রিকা, স্মরণীকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা।

৫.ড জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জুডো ক্রীড়া বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা, সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

৫.ঢ সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করা।

৫.ণ বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং তাঁদের কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।

৫.ত উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনে বাংলাদেশ সরকার অথবা জুডো খেলার আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশনাবলী পালন করা।

৫.থ ফেডারেশনের নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অনুচ্ছেদ-০৬

সংযুক্ত (এফিলিয়েটেড) সংগঠনসমূহ ঃ

৬.ক নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ক্লাবসমূহ বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সহিত সংযুক্ত (এফিলিয়েটেড) থাকিবে ঃ

(১) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা

(২) জেলা ক্রীড়া সংস্থা

(৩) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(৪) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(৫) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(৬) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(৭) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ

(৮) বাংলাদেশ আনসার ও ভি.ডি.পি ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(৯) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

(১০) সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

(১১) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(১২) সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থা (ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে)

(১৩) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা

(১৪) জুডো ক্লাব সমূহ (ফেডারেশন কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে)

৬.খ কাউন্সিল অধিবেশনের অনুমোদন ক্রমে নতুন কোন সংস্থাকে এই ফেডারেশনের অন্তভূক্ত করা যাইবে। এফিলিয়েশন ফি/বাৎসরিক চাঁদা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রদান করিতে হইবে।

এফিলিয়েটেড সংস্থাসমূহ নির্ধারিত বাৎসরিক চাঁদা প্রদান সাপেক্ষে ফেডারেশনের সাথে এফিলিয়েটেড থাকিতে পারিবে। সকল দলকে প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের মধ্যে এফিলিয়েশন ফি প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় এফিলিয়েশন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। বকেয়া এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধ পূর্বক বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের এফিলিয়েশন নবায়ন করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ-০৭

বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সংগঠন

সাধারণ পরিষদ গঠন ঃ

৭.ক বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হইবে ঃ

(১) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার ১(এক) জন প্রতিনিধি (কমপক্ষে দুইটি জেলা কাউন্সিলর হইবার যোগ্যতা অর্জন

করিয়াছে এমন বিভাগ)।

(২) জেলা ক্রীড়া সংস্থার ১(এক) জন প্রতিনিধি (ফেডারেশনের নির্বাচনের তারিখের পূর্ববর্তী ৪(চার) বৎসরের মধ্যে যে কোন ২(দুই)টি জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা এবং জুডো খেলায় সম্পৃক্ত আছেন এমন সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি)।

(৩) এফিলিয়েটেড প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের ১(এক) জন প্রতিনিধি (নির্বাচনের পূর্ববতী ৪(চার) বৎসরের মধ্যে যে কোন দুই বৎসর জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন)।

(৪) জুডো ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড ক্লাবসমূহের প্রতিনিধি ৮(আট) জন (নির্বাচনের পূর্ববতী ৪(চার) বছরের মধ্যে বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতাসমুহের মধ্যে কমপক্ষে ৩(তিন)টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে এবং অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা সমূহের সাফল্যের ক্রমানুসারে ৮(আট)টি ক্লাবের পক্ষে প্রতিনিধি হইবেন)।

(৫) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রাক্তন জুডো খেলোয়াড়, সংগঠক, স্পন্সর, জুডো খেলায় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে ৫(পাঁচ) জন প্রতিনিধি ।

(৬) বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধি দক্ষিণ এশিয়ান, এশিয়ান এবং আন্তর্জাতিক জুডো ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য হইলে তিনি তাঁহার মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

(৭) নির্বাচন পূর্ববতী কার্যনির্বাহী পরিষদের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

(৮) জুডো ফেডারেশনের কার্যনিবাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত জুডো রেফারি এসোসিয়েশনের ১(এক) জন প্রতিনিধি (সার্টিফিকেট প্রাপ্ত) সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

(৯) জুডো ফেডারেশনের কার্যনিবাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত জুডো প্রশিক্ষক এসোসিয়েশনের ১(এক) জন প্রতিনিধি (সার্টিফিকেট প্রাপ্ত) সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

(১০) মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ১(এক) জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবেন।

সাধারণ পরিষদের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা ঃ

৭.খ (১) সাধারণ সম্পাদক ফেডারেশনের সার্বিক কর্মকান্ডের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সাধারণ পরিষদে পেশ করিবেন।

(২) কোষাধ্যক্ষ ফেডারেশনের বিগত বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন কার্যনির্বাহী পরিষদের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

(৩) সাধারণ পরিষদের ৩(তিন) ভাগের ২(দুই) ভাগ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করা যাইবে।

(৪) সাধারণ পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করিবে।

৭.গ **সাধারণ পরিষদের সভা ঃ**

(১) সাধারণ পরিষদের 'সাধারণ সভা' কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সময়কালে অন্ততঃপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

(২) সাধারণ পরিষদের 'সাধারণ সভা' অনুষ্ঠানের একমাস পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

(৩) কার্যনির্বাহী পরিষদ 'সাধারণ পরিষদ'-এ অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা, প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ক্লাব হইতে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবীসহ) 'সাধারণ সভা'র একমাস পূর্বে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) সাধারণ পরিষদের কার্যকাল ৪(চার) বৎসর হইবে।

(৫) সাধারণ পরিষদ সভার কোরাম ১/৩ (এক-তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে হইবে।

৭.ঘ **সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সভার আলোচ্যসূচি ঃ**

(১) গঠনতন্ত্র বিষয়ক আলোচনা।

(২) নির্বাহী কমিটির নির্বাচন (নির্বাচনী বৎসরে)।

(৩) সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন।

(৪) অডিটর নিয়োগ।

(৫) অডিটকৃত আয়- ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

(৬) বাৎসরিক ক্রীড়াপঞ্জির আনুষ্ঠানিক অনুমোদন।

(৭) প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন বিষয়ে আলোচনা ও অনুমোদন (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)।

আলোচ্যসূচির যে কোন সিদ্ধান্ত (গঠনতন্ত্র ব্যতীত) সর্বসম্মতিক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-৮

৮.ক **কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ**

বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকিবে ঃ

সভাপতি (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	-	১(এক) জন
সহ-সভাপতি (নির্বাচিত)	-	৪(চার) জন
সাধারণ সম্পাদক (নির্বাচিত)	-	১(এক) জন
যুগ্ম সম্পাদক (নির্বাচিত)	-	২(দুই) জন
কোষাধ্যক্ষ (নির্বাচিত)	-	১(এক) জন
সদস্য (নির্বাচিত)	-	১৪(চৌদ্দ) জন
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সদস্য	-	২(দুই) জন
	মোট =	২৫(পঁচিশ) জন

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অধ্যাদেশের ২০ ধারা অনুযায়ী ফেডারেশনের সভাপতি সরাসরি সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। সভাপতি ও ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন সদস্য ব্যতীত কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সকল পদাধিকারী অনুচ্ছেদ-৭ এ বর্ণিত সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

৮.খ **কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ঃ**

৮.খ.১ **সভাপতি ঃ**

সভাপতি উপস্থিত থাকিয়া পরিষদের সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। কোন বিতর্কিত

বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে তিনি কাষ্টিং ভোট প্রদান করিতে পারিবেন। তিনি জরুরী বিষয়ে সাধারণ সম্পাদকের সহিত আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং পরবর্তীতে তাহা কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

৮.খ.২ **সহ-সভাপতি ঃ**

সভাপতিকে তাহার সকল প্রকার কর্মকান্ডে সাহায্য-সহযোগিতা করিবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে, জ্যেষ্ঠতারভিত্তিতে সহ-সভাপতি সভায় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৮.খ.৩ **সাধারন সম্পাদক ঃ**

সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে সাধারণ সভা, বিশেষ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান এবং সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করিবেন। তিনি সভার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর ও বাস্তবায়ন করিবেন। ফেডারেশনের পক্ষ হইতে তিনিই চিঠিপত্র আদান প্রদান করিবেন। তিনি নথিপত্র সুশৃঙ্খলভাবে ও নিরাপদে সংরক্ষণ করিবেন। তিনি গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত পন্থায়া ফেডারেশনের প্রশাসনিক প্রয়োজনে সকল দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি তাহার যে কোন দায়িত্ব যুগ্ম-সম্পাদকের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং ব্যয় অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তিনি যথাযথ নিয়ম-নীতি মোতাবেক পরীক্ষা মাধ্যমে জুডো বেল্ট/ডেনগ্রেডিং প্রদান এবং রেফারিদের লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

৮.খ.৪ **যুগ্ম-সম্পাদক ঃ**

যুগ্ম-সম্পাদক সাধারণ সম্পাদককে তাঁহার কার্যে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ বা সাধারন সম্পাদক কর্তৃক মৌখিক/লিখিতভাবে আরোপিত দায়িত্ব পালন করিবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্বসমূহ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালন করিবেন। তাহার ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত সংগঠন সমূহের সহিত সুন্দর সম্পর্ক রাখার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৮.খ.৫ **কোষাধ্যক্ষ ঃ**

কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অডিট রিপোর্টের বিবরণ 'সাধারণ সভা'য় পেশ করিবেন। তিনি যথারীতি রশিদ প্রদান পূর্বক সমস্ত প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করিবেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সমূদয় অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিবেন।

৮.খ.৬ **সদস্যবৃন্দ ঃ**

তাহারা সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সহিত পালন করিবেন।

৮.খ.৭ **সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ**

(১) সুনির্দিষ্টভাবে অন্ততঃ ৩০(ত্রিশ) পূর্বে সাধারণ পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

(২) সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ৩(তিন) দিন পূর্বে উপ-পরিষদ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

(৩) উপ-পরিষদ ও পরিষদ জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তি ২৪(চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে জারী করা যাইবে।

৮.খ.৮ **সভার কোরাম ঃ**

(১) ন্যূনতম পক্ষে প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার নোটিশ কমপক্ষে ৭(সাত) দিন পূর্বে জারী করিতে হইবে।

(৩) মোট সদস্যের ১/৩ (এক তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিকে সভার কোরাম ধরা হইবে।

জরুরী সভা ঃ

(১) জরুরী সভার ক্ষেত্রে ন্যূনতম পক্ষে ২৪(চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) জরুরী সভায় কোন কোরাম প্রয়োজন হইবে না। যে কোন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে জরুরী সভা পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে যা পরবর্তী প্রথম কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিতে হইবে।

৮.খ.৯ উপ-কমিটি ঃ

বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ ফেডারেশনের যাবতীয় কার্যক্রম এবং খেলাধূলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাক উপ-কমিটি গঠন, তাহাদের কার্যপরিধি নির্ধারন এবং প্রয়োজনীয় বিধানাবলী প্রণয়ন করিয়া দিবেন। কোন উপ-কমিটি ফলপ্রসূ বিবেচিত না হইলে সেইক্ষেত্রে তাহা পূনঃগঠন করা যাইবে।

৮.খ.১০ সদস্যপদ বাতিল ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য পূর্ব যোগাযোগ বা অনুমতি ব্যতীত যদি পর পর ৩(তিন)টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন, সেইক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠের সম্মতিতে তাহার সদস্যপদ বাতিল করিয়া এবং তাহার স্থলে নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত (কো-অপট) করা যাইবে। তবে এক্ষেত্রে তৃতীয় সভায় অনুপিস্থিতির সাথে সাথে সাধারণ সম্পাদক লিখিতভাবে সদস্যকে জানাইবেন।

৮.খ.১১ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ

ফেডারেশনের কোন সদস্য যদি তহবিল তছরূপ করেন, ফেডারেশনের স্বার্থ বিরোধী কিংবা রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হইয়া থাকেন, সেইক্ষেত্রে তিনি সদস্যপদ হারাইবেন। এমনকি প্রয়োজনে (যদি কার্যনির্বাহী পরিষদ মনে করে) তাহার বিরূদ্ধে প্রচলিত আইনানুগ ব্যবস্থাও ফেডারেশন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট নির্বাচন সম্পন্ন হইবার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববতী কার্যনির্বাহী পরিষদ সকল দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন। অন্যাথায় ১৬(ষোল)তম দিন হইতে নব নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্তি হইয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে। যথাসময়ে দায়িত্ব হস্তান্তর না করিবার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সদস্য পদ সাময়িক বরখাস্ত/সদস্য পদ স্থগিত করা যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদ-৯

.ক পদাধিকারীদের নির্বাচন/মনোনয়নের যোগ্যতা ঃ

পদাধিকার বলে মনোনীত সদস্য বাদে বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এমন ব্যক্তিগণ হবেন যাঁরা খ্যাতনামা খেলোয়াড়/ক্রীড়াবিদ অথবা খ্যাতনাম ক্রীড়া সংগঠক হইবেন। তাদেরকে ভালো সামাজিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতারও অধিকারী হইতে হইবে।

ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ বর্তমান গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ও উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

৯.খ শূণ্যপদ পূরন ঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদ মৃত্যু, পতদ্যাগ, অপসারণ, দেশ ত্যাগ বা আদালত কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্তির কারনে শূণ্য হইলে ফেডারেশনে সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামত নিয়ে পদশূণ্য হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এ স্থান পুরন করিবেন। তবে এ বিষয়ে পূর্বোক্ত ধারায় বর্ণিত যোগ্যতার প্রতিপালন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১০

তহবিল ঃ

১০.ক ফেডারেশনের সকল তহবিল সরকারী/বেসরকারী যে কোন তফসিলি ব্যাংকে রাখা হইবে। ব্যাংকের হিসাব সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যুগ্মভাবে তা পরিচালনা করবেন। যে কোন এক জনের অনুপস্থিতিতে সভাপতি স্বাক্ষর করিবেন।

১০.খ সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন হইতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত চাঁদা/টাকা টিকেট বা বিজ্ঞাপন লব্ধ হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং সংযুক্ত (এফিলিয়েটড) ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক চাঁদা ও এফিলিয়েশন ফিস হইবে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস। চ্যারিটি শো, ক্রীড়া (জুডো) লটারী এর মাধ্যমে তহবিল গঠন করা যাইবে।

১০.গ ফেডারেশনের দৈনন্দিন কাজের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ অফিসের ক্যাশে রাখা যাইবে। তবে জাতীয় প্রতিযোগীতা, জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবির, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বা বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে টাকার পরিমান বেশী হইতে পারে।

১০.ঘ ঐ ধরনের অনুষ্ঠান শেষে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় খরচকৃত অর্থের হিসাব অনুমোদন করাইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১১

পরিদর্শণ ও হিসাব নিরীক্ষা ঃ

১১.ক বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন নিম্নবর্ণিতভাবে পরিদর্শিত হইবে ঃ

(ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিয়োজিত কমপক্ষে প্রথম শ্রেণীর পদ মর্যাদা সম্পন্ন কোন পদাধিকারী বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের যে কোন বিষয়াদি পরিদর্শন করিতে পারিবেন। বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন এ ধরনের পদাধিকারীকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা করিবেন।

১১.খ ফেডারেশনের বার্ষিক ও বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পাদিত হইবে ঃ

(ক) অর্থ বছর শেষ হওয়ার ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নিজস্ব বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করত নিরীক্ষা প্রতিবেদন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিতে হইবে।

(গ) বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত সদস্য মর্যাদাসম্পন্ন যে কোন পদাধিকারী বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট খেলার বিষয়াদি পরিদর্শন করিতে পারিবেন। পরিদর্শনাধীন সংস্থার পদাধিকারীগণ এ পরিদর্শনে সকল প্রকার সহায়তা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

অনুচ্ছেদ-১২

অর্থবছর ঃ

জুডো ফেডারেশনের অর্থবছর ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বছরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত গণ্য করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৩

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ঃ

বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের পদাধিকারীদের কার্যকাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত কমিটির প্রজ্ঞাপন হওয়ার পরে কার্যভার গ্রহণের দিন থেকে ৪(চার) বছর মেয়াদের হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৪

তত্ত্বাবধায়ক/এডহক কমিটি ঃ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনধিক ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদ অবলুপ্ত করে অনধিক ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি তত্ত্বাবধায়ক কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করিবেন। এই কমিটির কোন সদস্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

যুক্তি সংগত কারন ব্যতীত নির্বাহী পরিষদের সময় উত্তীর্ণ হইবার পরও নির্বাচন সমাপ্ত না হইলে সেইক্ষেত্রে সভাপতি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদন ক্রমে একটি 'এডহক' কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। এই কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পাদনপূর্বক দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৫

সম্পাদক নিয়োগ ঃ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রয়োজনবোধে এবং বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সম্মতিক্রমে ১(এক)জন পূর্ণকালীন সম্পাদক নিয়োগ করতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে পরিষদ তাঁর চাকুরীর শর্ত ও নিয়মাবলী নির্ধারণ করবে। তাঁকে ১ম শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা হইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৬

নির্বাচন ঃ

১৬.ক নির্বাচন সিডিউল ঘোষিত হওয়ার অনধিক ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হইতে হইবে।

১৬.খ প্রতি ৪(চার) বৎসর অন্তর (কাউন্সিলর/ভোটার হইবার যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সাধারণ পরিষদের সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক এবং সদস্যগণের জ্যেষ্ঠতা ভোট প্রাপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

১৬.গ ১(এক) জন প্রার্থী শুধুমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন।

১৬.ঘ কোন পদের জন্য একাধিক প্রার্থী সমান ভোট পাইলে ঐ পদের জন্য লটারীর মাধ্যমে বিষয়টি নির্ধারণ করা যাইবে/পুনঃনির্বাচন হইবে।

১৬.ঙ ফেডারেশনের অনুরোধে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ ও উপানুচ্ছেদ প্রণয়ণ করিয়া নির্বাচন পরিচালনা করিবে।

১৬.চ এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র নির্বাচন সম্পর্কে যে বিধান থাকুক না কেন, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে সাধারণ সভা আহবান ব্যতিরেকেই নির্বাচন সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

১৬.ছ নির্বাচন সিডিউল ঘোষিত হওয়ার অনধিক ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৭

খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিল ঃ

বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের চ্যারিটি/প্রদর্শণী খেলার আয়োজন করে আইনানুগ পদ্ধতীতে কল্যাণ তহবিল গঠন করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৮

খেলোয়াড় নিবন্ধিকরণ ঃ

সকল খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দেরকে বাংলাদেশ জুডো ফেডারশনের অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ/উপানুচ্ছেদের আলোকে নিবন্ধন হইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৯

অনুচ্ছেদ ও উপানুচ্ছেদ ঃ

এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়সমূহের যথাযথ ও কার্যকর প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ/উপানুচ্ছেদ তৈরী করিতে পারিবে।

অনুচ্ছেদ-২০

গঠনতন্ত্র সংশোধন ও অন্যান্য ঃ

২০.ক সাধারন পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যগণের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ)-এর ভোটে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাইবে।

২০.খ সংশোধনী প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে প্রেরণ করিতে হইবে। পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনূমোদিত হইলে তাহা সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে। এই সংশোধনী প্রস্তাব অন্ততঃপক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে কাউন্সিলরদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২০.গ যুক্তি সংগত কারন থাকা সত্ত্বেও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত না হইলে সেইক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশোধনী প্রস্তাব আনা যাইবে।

২০.ঘ যেইভাবে গঠনতন্ত্র সংশোধিত হউক না কেন তাহা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট হইতে অনুমোদন নিতে হইবে।

২০.ঙ বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সকল নিবন্ধিকৃত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ক্লাবসমূহ বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কোন খেলোয়াড়/কর্মকর্তা/রেফারি/প্রশিক্ষক কোন বিতর্কিত বিষয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন না হইয়া উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার বা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থকারীর মাধ্যমে মীমাংসা করিবে। বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অথবা ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে মধ্যস্থকারী নির্বাচন করা যাইতে পারে। বিতর্কিত বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হইবে এবং কোন পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন না।

অনুচ্ছদ-২১

গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ

এই গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি এমন কোন বিষয় এবং এই গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ/উপানুচ্ছেদ সম্পর্কে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হইবে এবং বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তা প্রয়োজ্য হইবে।

ঃ সমাপ্ত ঃ